একটি চিত্র।

"O God, that men should put an enemy in their mouths to steal away their brains! that we should with joy, pleasance, revel, and applause, transform ourselves into beasts!"

—*Shakespeare.*

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

"কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, কলিকাতা।

মূল্য ৵০ আনা।

উৎসর্গ।

পিশাচের রঙ্গভূমি। চারিদিকে পাপের-পসারা,—হলা, গলা-গলা। ছিন্দি-ভিন্ধিময় হিঃ-হিঃ হোঃ-হোঃ রোলে দিক্-দিগন্ত পূর্ণ। বিভীষিকাময় প্রচণ্ড তাণ্ডবে মহাপ্রাণী চমকিত। অ-হ-হ! হৃদয়ে যে ছবি জাগিতেছে, পটে আঁকিবার সে শক্তি কৈ?

তবুও আঁকিলাম।—অস্পষ্ট, মলিন, আব্‌ছায়ায়-ঢে'[illegible] "একটি চিত্র" আঁকিলাম। চিত্রের একটা অংশ আমার নিজেরই চক্ষের-জলে মুছিয়া গিয়াছে। আর একজন সেই চক্ষের [illegible] বুকের-ভিতর জমাট করিতে গিয়া, বুকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। হায়, অভাগিনী অশোকার সে ভাঙ্গা-বুক জোড়া দিবে কে?

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহোদয়

জননী জন্মভূমির একজন সুসন্তান। রাজ-হৃদয় সহৃদয়তায় পূর্ণ, ভগবদ্ভক্তিতে অলঙ্কৃত। দেশের দুঃখে তিনি অশ্রুপাত করেন; তাহার নিদর্শন,—তাঁহার "নিশীথের অশ্রুধারা।" তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রও খুব প্রশস্ত; সমগ্র ভারত-ভূমি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ক্ষুদ্র "অশোকা"টিও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে।

হে বৈষ্ণব! আমার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন। "জন্মভূমি"তে-প্রকাশিত আমার সেই "অশোকা"কে, আজ আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া, ধন্য হইলাম।

মজলিপুর,
২৪ পরগণা। } প্রণত শ্রীহার[illegible] রক্ষিত দাসস্য।

একটি চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতালের সংসার। অতি কষ্টে দিন চলে। কোন দিন উপবাস, কোন দিন অর্দ্ধাশন। চারিটি অপোগণ্ড শিশু লইয়া, অভাগিনী অশোকা বড়ই বিপন্না। হতভাগ্য স্বামী দিনান্তেও তত্ত্ব লয় না। ভিক্ষান্নে আর কয়দিন চলে ?—এক্ আধ্ দিন নয়,—নিত্য। ভাবিয়া ভাবিয়া অশোকার সোণার-বর্ণ কালি হইয়াছে। অভাগিনী, সোণারচাঁদ শিশুগুলির মুখপানে চায়, আর তাহাদের ক্ষুধাতুর কাতর-ভাব দেখিয়া শিরে করাঘাত করে। শতধারে অশোকার বুক ভাসিয়া যায়। অভাগিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, "নারায়ণ! দাসীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশোকার বড় ছেলেটির বয়স দশ বৎসর। নাম—অনিল। অনিল এই বয়সেই মায়ের দুঃখ বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অকূল পাথার। ছোট ভাই-বোন্‌গুলি ক্ষুধায় কাঁদিলে

তাহাদিগকে সান্ত্বনা করে,—নিজে না খাইয়া সঞ্চিত খাদ্য হইতে তাহাদিগকে খাইতে দেয়। কখন বা লোকের পিছে করিয়া, এ-বাড়ী ও-বাড়ী একটু খাবার মাগিয়া বেড়ায়। সে দৃশ্য দেখিয়া অশোকার চক্ষে জল পড়ে। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন, "বাবা আমার! তোমা হ'তে যেন সুখী হই!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, অশোকার কোলের-মেয়েটি অবধি এক ঝিনুক দুধ পায় নাই। ক্ষুধায় সে, ধুকিয়া পড়িয়াছে। অনিলের ছোট, ভাই-বোন্ দুটিও অনাহারে ছটফট করিতেছে। আজ অশোকা, একেবারে সম্পূর্ণরূপ নিরাশা হইয়াছেন। নিরাশা হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। পার্শ্বে অনিল উপবিষ্ট। অনিল, তাহার সেই কোমল হাত খানি এক-একবার মায়ের চক্ষে বুলাইতেছে ও অতি কষ্টে, রুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছে, "কাঁদ কেন মা?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে দ্বারদেশে আসিয়া এক ভিখারিণী ভিক্ষা মাগিল,—"মাগো! দুটি ভিক্ষা পাই।"

সে করুণ-স্বর, অশোকার প্রাণে বাজিল। শত-গ্রন্থিময় ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া ভূমে শায়িতা ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু

দুইটি, পরিষ্কার করিয়া গদ্গদ-কণ্ঠে, ততোধিক করুণ-স্বরে কহিলেন, "মা! আজ এস,—চা'ল বাড়ন্ত।"

সবটা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না-হইতে, টস্‌টস্ করিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল পড়িল।

এ দৃশ্য দেখিয়া ভিখারিণীর হৃদয় দ্রব হইল। সে, আরও করুণস্বরে কহিল, "কাঁদিতেছ কেন মা?"

অশোকা, কষ্টে, আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "না বাছা! ও কিছু নয়।"

ভিখারিণী কি ভাবিতেছিল; তাহার সংশয় বৃদ্ধি হইল। নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিল, "না মা! আমাকে গোপন করিতেছ! আজ বুঝি কাহারও আহারাদি হয় নাই?"

অশোকা মুখখানি নত করিলেন। চক্ষু হইতে আবার দুই ফোঁটা জল পড়িল। ভিখারিণী, আপনা হইতে উত্তর পাইল। দুর্ভাগা-পরিবারের সকল দুঃখ বুঝিল। মনে মনে কহিল, "ভগবান্, এতগুলি জীবের কপালে কি আজ অনাহার লিখিয়াছ!"

ভিখারিণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে অশোকাকে কহিল, "মা! যদি অপরাধ না নাও, তবে এই চা'ল ক'টিতে ছেলেদের এক মুঠো ভাত রেঁধে দাও। আমি বৈষ্ণব,—কোন অজাত নই মা!"

ভিখারিণী ভিক্ষার-চা'ল ক'টি ভূমে রাখিল। অশোকা নিষেধ করিলেন। কহিলেন, "না মা! তোমার চা'ল তুমি নিয়ে যাও। আমাদের [illegible]—

ভিখারিণী বাধা দিয়া কহিল, "যা হয় কেন মা? নিত্য তোমাদের নিয়ে খাই, আর এক দিন এক মুঠো রেখে যেতে পারি না!

না হয়, আর-একদিন এসে চা'ল ক'টি ফিরে নিয়ে যাব।"

ভিখারিণী, ত্বরিত-পদে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনিল এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া ছিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছল-ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিল, "মা! ভিকিরী পাঁচ-দোরে ভিক্ষে কোরে খায়;—আজ সেই ভিকিরীর ভিক্ষের-ভাত আমাদের খেতে হবে?"

বালক, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "যাই দেখি বাবার কাছে;—তিনি কি বলেন!"

এবার অশোকাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া, ভগ্নস্বরে কহিলেন, "যাদু আমার! কোথায় যাবি তুই? তিনি কি আর তাঁয় আছেন? থাক্‌লে কি আজ তোদের এই দশা?"

"তা হোক মা! একবার আমি যাই।"

"দুপুর গড়িয়ে গেছে;—এখনো অবধি,—দুধের ছেলে তুই,—তোর পেটে এক ফোঁটা জল পড়েনি;—কেমন কোরে অতটা পথ যাবি বাবা? বরং আমি রাঁধি,—দুটি খেয়ে যা।"

অশোকা, পুত্রের অঙ্গে পদ্ম-হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেক প্রবোধ দিলেন। অনিল, সে প্রবোধ মানিল না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া, সে, পিতার উদ্দেশে গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ একজন ঘোর সুরাপায়ী। বাপের অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল, একে একে সব খোয়াইয়াছে। শেষে পরিবার-শিশুকে পথে বসাইয়াছে। পাড়ার জমিদার-বাবুর বৈঠকখানায় হতভাগা সুরাপানে মত্ত ; এদিকে দুধের ছেলেগুলি অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। দিনান্তেও একবার তাহাদের খোঁজ লয় না। পতিব্রতা অশোকা, নিষ্ঠুর স্বামীর এ মর্ম্মান্তিক ব্যবহার অম্লান-বদনে সহ্য করেন, আর বিষাদে—বিরলে ইষ্ট-দেবতার চরণে নিশি-দিন কাঁদিতে থাকেন। তাহাতে মনের-ভার অনেকটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুগণের মলিন মুখ দেখিয়া, বুকটা এক-একবার হু হু করিতে থাকে। তখন দেহ-ভার একান্ত দুর্ব্বিসহ হয়।

সুকুমার অনিল, ধুকিতে ধুকিতে, অতি কষ্টে পিতার সম্মুখীন হইল। লক্ষ্মীছাড়া পিতা তখন জমিদার বাবুর সহিত "দুনিয়া ফাঁক" দেখিতেছিল। আরও দুই চারিজন হতভাগা, চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, বাবুর মজ্‌লিস সরগরম করিতে-ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনারও ত্রুটী ছিল না। বিলাস-মণ্ডপে রসের-স্রোত বহিতেছিল।

এমন সুখের সময়ে, এমন রঙ্গ-রসের 'গর্‌রা'র মুহূর্ত্তে, ম্লান-মুখে অনিল সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া, সভার শান্তিভঙ্গ করিল। পুত্রের এ বেয়াদবি পিতার অসহ্য হইল। ক্রোধ-

একটি চিত্র।

কষায়িতনেত্রে, কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, "হতভাগা! এখানে এসেছিস্ কেন?"

নিষ্ঠুর পিতার কঠোর ভৎর্সনা, ক্ষুধাতুর শিশুর বুকে বড়ই বাজিল। বালক একটি জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া, সভয়ে, সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "বাবা! এখনও অবধি আমরা কিছু খাই নাই। খুকিটি অবধি এক ঝিনুক—"

মুখের-কথা মুখেই লীন হইল। পাপিষ্ঠ পিতা বাধা দিয়া আবার কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "তা,এখানে মরতে এসেছিস্ কেন? দূর হ!"

অনিল অতি কষ্টে,নিশ্বাস ফেলিয়া, মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া, আবার কহিল, "বাবা! তবে কি আমরা না খেয়ে মর্‌বো?"

পাপিষ্ঠের আর সহ্য হইল না। পাঁচ-ইয়ারে মজ্‌লিসে বসিয়াছে,—তাহাদেরই সম্মুখে ঘরের-কথা বাহির হইল! পাষণ্ড অমনি টলিতে টলিতে উঠিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট, সেই কচি-ছেলেটির বুকে মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিল।

"মাগো!" বলিয়া বালক ধরাশায়ী হইল। মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল।—ওকি! এক ঝলক রক্তও যে!

অমনি সপ্রভু পারিষদবর্গ ত্রস্তভাবে "কি কর,—কি কর" বলিয়া মদ্যপায়ী উন্মত্ত পিশাচকে ধরিয়া ফেলিল। পিশাচ, আরক্ত-লোচনে, জড়িতস্বরে কহিল, "দেখ দেখি বেটার আস্পর্দ্ধা! পুটে-খানেক ছেলে, বাড়ী ব'য়ে, এখানে এসে, আমায় দীক্ ক'চ্ছে!"

অতঃপর পিশাচ, সরলা সহধর্ম্মিণীকে উদ্দেশ করিয়া, একটা অকথ্য কটু-বাক্য প্রয়োগ করিল। অমনি পিশাচ-মহলে একটা "বাহবা"-রব পড়িয়া গেল।

জমিদার-বাবু কি ভাবিয়া, কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, একটি টাকা আনাইলেন। পরে কহিলেন, "একটা চাকর দিয়ে এই টাকাটা অমরের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অতঃপর অনিলের প্রতি মুরুব্বিয়ানা-চালে কহিলেন, "যাও হে ছোক্‌রা!—বাড়ী যাও। ওঠ!"

অনিল তখনও ধরাশায়ী। উত্থান-শক্তি রহিত। অতি কষ্টে, "আঃ উঃ" করিতেছে। পিশাচ-পিতা আবার এক ধমক দিলেন। বালক, উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেই পারিল না। আঘাতটা সাংঘাতিক হইয়াছে।

অগত্যা, বালককে কোলে করিয়া বাটী রাখিয়া আসিতে, জমিদার-বাবু সেই ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যও অতি সভয়ে, সন্তর্পণে, কোনও রকমে, সেই মুমূর্ষু বালককে, তাহার মায়ের-নিকট পঁহুছাইয়া দিল। বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া, অশোকা, প্রাণ-পুত্তলিকে কোলে লইয়া বসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরি হরি!! মায়ের-নিধি মায়ের কোলে শুইয়া, অতি কষ্টে, দুই চারিবার "মা"-নাম ডাকিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষুও স্থির হইল। অশোকা বুঝিলেন, পুত্রের অন্তিমকাল উপস্থিত। তিনি একদৃষ্টে সেই নাড়ী-ছেঁড়া ধনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। এইবার চিরদিনের-মত মাতাপুত্রের চারি-চক্ষের মিলন হইল। সে চারিটিই ডাগর-

একটি চিত্র।

চক্ষু। যেমনি একজনের চক্ষু ফাটিয়া টস্‌টস করিয়া, দুই চারি ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল,—হরি হরি হরি !!!—অমনি "আর একজনও অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল! ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না !!

অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

"O, Woman!—
When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou!"